ঘুমন্ত নগরে সাধুর ছায়া

মো. কবির উদ্দিন

ত্রিনয়ন প্রকাশন

প্রকাশক :
আতিকুর রহমান

ত্রিনয়ন প্রকাশন, গভ. স্কুল স্ট্রিট, দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১১ এবং

নতুন জল্লার হাট সড়ক, বাহেরঘাট, উজিরপুর, বরিশাল-৮২২১ থেকে প্রকাশিত।

ইমেইল : firstagrobd@gmail.com

মুঠোফোন : ০১৫১১১৮৩৬৩১

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৬, মাঘ ১৪৩২

পরিবেশক : **উদয়ন লাইব্রেরী**, ৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৯৭৭৪২৭৮৮৪
উত্তরণ, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৮১৭০৯১৩৮৬
www.rokomari.com,
www.trinoyonprokashon.com

গ্রাফিক্স : ৪৫, সততা কম্পিউটার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুদর্শন বাছার

শুভেচ্ছা মূল্য : ১৬০.০০ টাকা US$ 5.00

ISBN **: 978-984-29408-0-4**

কপিরাইট © ২০১৫-২০২৬, প্রকাশক: ত্রিনয়ন প্রকাশন
[প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া যে-কোনো প্রক্রিয়ায় ত্রিনয়ন প্রকাশনের বইয়ের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে মেধাস্বত্ব অধিকার ও কপিরাইট আইনে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।]

লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটির জন্য মার্জনা করবেন।

উৎসর্গ

আমার প্রথম সন্তান

মোঃ আবিদ শাহরিয়ার - কে।

সূচিপত্র

সুন্দর আগামী	৭
চোখের জল	৮
না বলা কথা	১০
বন্ধু নেবে কী আমায়!	১২
বায়না	১৩
ভাষা শহিদদের প্রতি	১৪
সে ও কবি	১৫
তুমি আসবে	১৬
আয় ছুটে আয়	১৮
হাতের রেখা	১৯
গোপন কান্না	২০
বিচ্ছিন্ন ভাবনা	২১
স্মৃতির বেলাভূমি	২২
অসময়ের যাত্রা	২৩
ভালবাসার লাল ঘুড়ি	২৪
মাকে স্মরণ করে	২৫
স্বল্প দুয়ার	২৬
তোমার আমার	২৭
আপন জন	২৮
উপেক্ষা	২৯
মোহনার ঠিকানা	৩০
সুখ বারান্দা	৩১
একাকীত্বের বিকেল	৩২
হিসাব - নিকাশ	৩৩
বধির	৩৪
খোঁজ	৩৫
তোমার চলার পথে	৩৬
ঘুমন্ত নগরে সাধুর ছায়া	৩৭

রেড জোন ইয়োলো জোন	৩৮
ভালোবাসা ডট কম	৩৯
তোমার জন্য	৪০
দেবদাসের পার্বতী	৪১
ফুল কলির কান্না	৪২
গলাগলি	৪৩
চাওয়া	৪৪
বৃষ্টি ভেজা চুল	৪৫
কমলাপুর স্টেশন	৪৬
চাঁদনী রাতের কাব্য	৪৭
বনমালী	৪৮
দোষ কী তাতে!	৪৯
একটি মন্দ কবিতা	৫০
চা কন্যা	৫১
নীল বাসনা	৫২
ভাঙ্গা তরী	৫৩
বেলা শেষ	৫৪
ইবলিশ চত্বর	৫৫
মধু মাসের অনুকাব্য	৫৬
ভালো থেকো ঢাকা	৫৭
স্বপ্নের জাল বোনা	৫৮
দূরত্ব	৫৯
থেমে যাও বৃষ্টি	৬০
প্রতীক্ষা	৬১
বন্ধ হৃদয়ের তালা	৬২
হৃদয়ের ভাঁজে	৬৩
জেগো ওঠো ঘুমন্ত নগরী	৬৪

সুন্দর আগামী

হাত ধরে দেখ ছাড়াতে পারবে না
মন ছুঁয়ে দেখ হারাতে পারবে না।

ধু ধূ প্রান্তর আমাদের পরশে
হবে শস্য - শ্যামল,ভাসবে সুখের হরষে।
আশার আলো কভু নিভে যাবে না।

নিষ্ফলা মেঘে দেবো বৃষ্টি কণা
ফসলের মাঠে হবে স্বপ্ন বীজ বোনা।
রঙিন স্বপ্ন বৃথা যাবে না।

উঁচু নিচু পথ করবো সমান
পথ আর পথিকের মহা মিলন।
হিংসার আগুন আর জ্বলবে না।

কল্পলোকে দেবো বাস্তবতা
উড়াল দিবে সব অস্থিরতা
সুন্দর আগামী দুঃসহ হবে না।

চোখের জল

আমার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে টুপটুপ করে
তুমি সে জল নিজের হাতে মুছে দিলে
বললে, " তোমার এই চোখের জলেই আমার ভালোবাসার চাষ করব।"
স্বপ্নে বিভোর এই আমি।

তোমার সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল থাকি
দিনের আলোয় তোমার সাথে গল্প করতে করতে দিন শেষ হতে চায়
তখন সূর্যটাকে মিনতি করি
আরেকটু পরে ডুবলে কী ক্ষতি তোর!

চাঁদের আলোয়
তোমার হাতে হাত রেখে
চলতে চলতে ফিকে হয়ে যায় জোসনা।
তখন চাঁদকে তার নিজের সৌন্দর্যের কসম দিই
আরেকটু জোসনা ঢালো।

বাগান বিলাসের ছায়ায়
তোমার কোলে মাথা রেখে দেখি
মধু সন্ধানী প্রজাপতি নৃত্যগীত করতে করতে অস্থির
আমি বলি, " থামলে কেন প্রজাপতি "
ফুল তো এখনও হয়নি জীর্ণ।

তারপর! তারপর একদিন এলোমেলো ঝড়
আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরি
কিন্তু তুমি ছেড়ে দাও , কারণ বুঝিনি আজও।
ছুটন্ত তারার মতো আমি ছিটকে পড়ি
দূর পাহাড়ের গায়।

পাহাড়ের ঝর্নার সাথে মিশে আজও
আমার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে
কেউ মুছে দেয় না
কেউ সে জলে করে না ভালোবাসার চাষ
কেউ বোঝে না সে জলের ইতিহাস।

না বলা কথা

মেঘমালা আকাশকে বলবে বলে
কথাগুলো জমিয়ে রেখেছিল।
তা আর বলা হলো না।
কখন যেন ঝির ঝির বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল
তপ্ত ভূমিতে।
তপ্ত ভূমি শুষে নিলো জলকণা
বুঝলো না তার কথার মানে।

দূর্বা ঘাস ভোরের আলোর জন্য জমানো কথা
সযতনে রেখেছিল
শিশির বিন্দুর কাছে।
কিন্তু হলো না বলা।
পথিকের নগ্ন পায়ের আঘাতে পিষ্ট হয়ে
হারিয়ে যায় কথাগুলো।

পাহাড় তার শৃঙ্গকে বলবে বলে
কথাগুলো জমিয়ে রেখেছিল
ঝরনা ধারার কাছে।
টলমলে ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ে
পাহাড়ের পাদদেশে।
কিন্তু যার উদ্দেশে জমানো কথা
ঝরনা ধারা ভেজাতে পারে না তার অঞ্চল।

তোমার জন্য আমার না বলা কথাগুলো
জমিয়ে রেখেছি বুকের ভেতর।
বলা হয়ে ওঠে না।
বৃষ্টি, শিশির আর ঝরনার মতো
পায় না প্রকাশ।

বলা না বলার দোলাচলে
একদিন হারিয়ে যাবো আমি
হারিয়ে যাবে তুমিও।

না বলা কথাগুলো এই অলক্ষুণে প্রেমিকের
বুকের পাঁজরে রয়ে যাবে চিরকাল।

বন্ধু নেবে কী আমায়!

পাহাড়ের ওই উচুঁ নিচু পথে
বন্ধু যেতে চাই তোমার সাথে
নেবে কী আমায় ! একটু ভাবো

মেঘমালা হয়ে ভাসবো দুজন
দূর নীলিমায়
এ মধুক্ষণ বলো আর কোথায় পাবো
বন্ধু নেবে কী আমায়!

পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের শাড়ি পড়ে
নাচবো আমি
তুমি বাজাবে বৃষ্টির রিমঝিম
একটু না হয় বেসামাল হবো
বলছি তোমায়
বন্ধু নেবে কী আমায়!

লুকোচুরি খেলায় কেটে যাবে দিন
সূর্য অস্তাচলে যাবে ঢলে
ঘুমোবো দুজন ঐ পাহাড়ের কোলে
বিফল যাবে না সময়
বন্ধু নেবে কী আমায়!

ভাষা শহিদদের প্রতি

শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভরে ওঠে বুক
তোমরাই দিয়েছো
মা 'কে মা বলার সুখ।

কথামালা এলোমেলো যা সাজাই
হয়ে যায় মায়ের গলার হার
তোমরাই দিয়েছো এই অধিকার।

সন্তানের মুখে হাসি ফুটলে
মা বোঝেন তার মানে
এও তোমাদের দান
সবাই তা জানে।

রক্তে ভেজা বর্ণমালা
পেয়েছি তোমাদের জন্য
লও সালাম, লও সালাম
ধন্য মোরা, ধন্য।

সে ও কবি

তোমার সাথে কথা বলতেই কেমন যেন হয়ে যাই
ভাল্লাগে না কিচ্ছু ছাই, কী এক যন্ত্রণা!

মনের সাথে মন মিলাতে কীসের এতো দ্বিধা
আমিও মানুষ যন্ত্র না।

তুমি তো যোতিশির মতো বলতে পারো সব
মন জুড়ে হাজার কোটি ভাবনা

জোনাকি আর চাঁদ বলেছে সত্যি জেনো
আমায় ছাড়া অন্য কিছু তুমি নাকি ভাবো না।

উদাস মনে বাউল সেজে বাইছো তরী দিচ্ছ পাড়ি
ভরা নদী মেঘনা

ভরা নদীর বাঁকে দেখো জল যৌবনের ঢেউ
আকাশ ভরা চন্দ্র তারা, এতটুকু মেঘ না।

তোমার চোখের তারায় তারায় জ্বলে প্রেমের কামনা
দৃষ্টি খোঁজে অলিগলি যখন আমি নীল বসনা

বৃক্ষ তলে শ্যামল ছায়ায় অলস দুপুর বেলা
মনের বনে আগুন জ্বলে একটু কাছে বসো না!

তুমি কবি রাঙাও এ মন কাব্য ছন্দ তালে
ব্যাকুল আমি তোমার জন্য নেই কোনো ছলনা

জোয়ার জলে উথাল সাগর ভাসছে চারিধার
চন্দ্র সূর্যের টানেই এমন, এটা কোনো ছল না।

তুমি আসবে

তুমি আসবে বলে
আমি কদম ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তুমি এসে ফুলগুলো নেবে তোমার হাতে
তারপর একটি ফুল গেঁথে দেবে আমার খোঁপায়
কিন্তু আমিতো খোঁপা করিনি।
তখন তুমি আমার এলো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে
মেঘ বরণ কেশবতি কন্যার গান ধরবে।
কিন্তু তুমি যে এলে না!

আমার হাসি দেখে তুমি দুষ্টুমি করে বলবে,
"মোনালিসার হাসি দেখে কেন যে মানুষ পাগল হয়!"
কিন্তু তুমি কেন যে এলে না!

আমার চোখে চোখ রেখে
প্রজাপতির পাখাকে ক্যানভাস বানিয়ে
তুমি নিমিষেই আঁকবে এক স্বপ্ন বাসর,
কিন্তু তুমি এলে না।

আমি কদম ফুল নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি
অযুত সময় ধরে।
ঝলমলে আকাশের সাদা মেঘগুলো উড়ে যায়
দূরের কোথাও।

কালো মেঘে ভরে যায় সুনীল আকাশ।
বৃষ্টিতে ভিজে যাই আমি, ভেজে কদম ফুল।
হলুদ সাদা ফুলের ঘ্রাণ বৃষ্টিতে মিশে যায়
সেই ঘ্রাণে যেন মিশে আছে তোমার গায়ের গন্ধ।

আমি ফুলগুলিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি
বুকের পাঁজরে
তোমার গায়ের গন্ধে মাতাল হই
হারিয়ে যাই তোমাতে।
কিন্তু তুমি এলে না।

আমি প্রতি বর্ষায় কদম ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো
তোমার পথ চেয়ে
জানি তুমি আসবে, আসবে একদিন।

ঘুমন্ত নগরে সাধুর ছায়া

শান্ত নগরী কুয়াশার চাদরে ঢেকেছে মুখ
মাঝে মাঝে পিচ ঢালা পথে গাড়ির হাইড্রোলিক হর্ন
নগরের নিস্তব্ধতায় ছন্দ পতন ঘটায়।

সড়ক দ্বীপের   ঝিমিয়ে পড়া ফুল
আর রাতের পাহারাদার বাতি
একে অপরের দিকে চেয়ে আছে অচেনা দৃষ্টিতে।

কুকুরগুলো মাথা আর লেজ কুণ্ডলী করে ঘুমে মগ্ন
একই কাতারে কিছু মানব সন্তান চোখ বুজে আছে
বেঁচে থাকার স্বপ্নগুলো নেচে বেড়ায় চোখের পাপড়িতে।

রাতের গভীরতায় জমে ওঠে পানশালার মূর্ছনা
বড়ো বাবু পাঞ্জাবির ইস্তিরির ভাঁজ ঠিক করতে করতে
বেরিয়ে আসে, একটু আতর মেখে শুদ্ধ হয়ে ঘরে ফেরে।

রপ্তানির ব্যবসায়ী কালো গ্লাসের গাড়ি সাজায়
রহিমা জরিনারা এবারের পণ্য, এতটুকু পচবে না
তাদের চোখের জল যেন ফরমালিন!

বাক প্রতিবন্ধী শেফালির পিছু ধাওয়া করে একটি ছায়া
তার বোবা কান্নার চিৎকারে কুয়াশা চলে যায়
দিনের আলোয় ছায়াটি ঘুরে বেড়ায় সাধুর বেশে।